Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৫ জুন, ২০১৮

৪১ বর্ষ ২২ সংখ্যা ৪ জুন, ২০১৮, সোমবার, ২০ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৫

পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে অবরোধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩১ মে : ঘড়ির কাঁটায় বেলা একটা। চলতে থাকা যানবাহনের চাকা থমকে গেল। বর্ধমান শহরের কার্জন গেটে পথ অবরোধের কর্মসূচি পালন করলেন—কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নের কর্মী সংগঠকরা। কেন্দ্রের মোদি সরকারের নীতিতে পেট্রোপণ্যের বেলাগাম মূল্যবৃদ্ধির বিরোধিতায় ঘৃণা ছড়াতে এদিন জেলাতে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি একজোট হয়ে পেট্রোল-ডিজেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে জেলার বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন শ্রমজীবী ও খেটেখাওয়া সাধারণ মানুষ। এদিন জেলার বিভিন্ন স্থানে অবরোধ হয়।

এদিন পূর্ব বর্ধমান জেলায় পথ অবরোধের কর্মসূচির ডাক দেয় সিআইটিইউ, বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়ন সহ ১২ই জুলাই কমিটি। বর্ধমানের কার্জনগেটে পথসভায় বক্তব্য রাখেন শ্রমিকনেতা নজরুল ইসলাম ও তরুণ রায়। এছাড়াও গুসকরা, কালনা, দাঁইহাট ও পূর্বস্থলীতে পথসভা ও পরে রাস্তা অবরোধ করে প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

এছাড়াও এদিন পশ্চিম বর্ধমান জেলার বিভিন্ন স্থানে পথ অবরোধ হয়। আসানসোলের জিটি রোড, বি.এন.আর মোড়ে প্রায় ৪০ মিনিট ধরে পথ অবরোধ চলে। বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) নেতা পার্থ মুখার্জী প্রমুখ।

দুর্গাপুর সিটি সেন্টার ক্ষুদিরাম সরণি

—এরপর ছয়ের পাতায়

কাজ নেই—জবকার্ডধারীদের পঞ্চায়েত ঘেরাও

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১ জুন : অভিযোগ আড়াই বছর ধরে ৫৯০ জন জবকার্ডধারীকে গ্রাম পঞ্চায়েত ১০০ দিনের প্রকল্পে কোনো কাজ দেয়নি। এমনকি বকেয়া মজুরিও তারা পায়নি। গ্রাম পঞ্চায়েতের এই চরম বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রায় ঘন্টা তিনেক ওই পঞ্চায়েত ঘেরাও করে রাখে জবকার্ডধারীরা। ঘটনাটি ঘটে মেমারি-২ পঞ্চায়েত সমিতির বোহার-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে। এই পঞ্চায়েতে এলাকার কৃষ্ণবাটি, মশরা, অযোধ্যা, খিরকিপাড়, কাশিপুর, বাঘপাড়া, চক বলরামপুর, কুরচি প্রভৃতি বুথে ৫৯০ জন জবকার্ড হোল্ডার রয়েছেন। এদের মধ্যে নারাণ মুর্মু, লালন মিয়ারা জানান, আড়াই বছর আগে আমরা যে ১০০ দিনের প্রকল্পে কাজ করি, সেই কাজের ১০ দিনের করে মজুরি দেওয়া হয়নি। আমরা সুপারভাইজারের কাছে এই নিয়ে প্রতিবাদ করতেই সকলের কাজ একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়। আড়াই বছর আর আমরা কোনো কাজ পাইনি। পরে পঞ্চায়েত আমাদের ডেকে জানায়, তোমরা একশো দিনের কাজের ক্ষেত্রের সন্ধান কর। প্রকল্পের জন্যও তোমরা নতুন করে সুপারভাইজার ঠিক কর। আমরা সেই মতো প্রকল্পের জন্য ক্ষেত্র চিহ্নিত করি। পাশাপাশি ২০০৮-এর সুপারভাইজার, যাদের ২০১১ সালের পর তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাদের নতুন করে নিয়োগের জন্য

—এরপর ছয়ের পাতায়

কলেজে শাসকদলের দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ৩১ মে : মেমারি কলেজের শাসকদলের দুষ্কৃতী বাহিনীর নেতাদের বিরুদ্ধে এদিন লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন কলেজের অধ্যক্ষ সহ ৩০ জন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা। অভিযোগ তৃণমূলের মুকেশ শর্মা ও রথীন মজুমদারের গ্রেপ্তারের দাবিতে এদিন সোচ্চার ছিলেন বেশিরভাগ কলেজের শিক্ষক। এদিন মেমারি কলেজের অধ্যক্ষের নেতৃত্বে প্রায় ৩০ জন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা জেলাশাসকের সঙ্গে দেখা করে কলেজ চত্বরে নৈরাজ্যের পরিবেশ ও তাঁরা নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন এমনই অভিযোগ করলে তিনি এসডিও-কে সমস্ত জানাতে বলেন। লাঞ্ছিত আক্রান্ত অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের মুখে সব শুনে এসডিও থানায় অভিযোগ দায়ের করতে বলেন। অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সঙ্গেও দেখা করে কলেজ চত্বরে শাসকদলের নেতারা কি ধরনের নোংরা কাজ করছে তা তথ্যসহ তুলে ধরেন। তারপর মেমারি থানায় অভিযোগ দায়ের করতে যান মেমারি কলেজের অধ্যক্ষ সহ অধ্যাপক অধ্যাপিকারা।

হরিজনপল্লিতে পুলিশি নির্যাতনের নিন্দা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩০ মে : এলাকার বাইরের একটি ছোট্ট গণ্ডগোলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাত দুপুরে হরিজনপল্লিতে ঢুকে অকথ্য নির্যাতনের অভিযোগ উঠল পুলিশের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, তিনজনকে তুলেও নিয়ে যায় পুলিশ। ঘটনাটি ঘটে ২৯ মে রাত বারোটা নাগাদ কালনা পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ডের হরিজনপল্লিতে। যদিও পুলিশের সাফাই—বড় রকমের গণ্ডগোল থামাতে যেটুকু ভূমিকা গ্রহণের প্রয়োজন, পুলিশ সেটুকুই করেছে। কালনা পৌরসভার পৌরপতি দেবপ্রসাদ বাগ এই ঘটনার বিবরণ দিয়ে জানান, পৌরসভার ৮নং ওয়ার্ডে একটি পরিবার বাড়ি তৈরি করছে। সেই বাড়ির পাথর বালি তুলে দেওয়ার জন্য হরিজন পল্লির কয়েকজন শ্রমিককে ঠিক করে। তারা মজুরির বিনিময়ে সেই পাথর বালি তুলে দেবে। কিন্তু তারা একটু দেরি করে যাওয়ায় ওই পরিবার অন্যদের দিয়ে পাথর বালি তুলতে শুরু করে। মালিকদের পক্ষ থেকে হরিজনপল্লির শ্রমিকদের ফিরে যেতে বলায় বচসা বাধে। শেষে দু'পক্ষের মারামারিও হয়। পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুপক্ষকে সরিয়ে দেয়। কিন্তু পরে জানা যায় হরিজনপল্লিতে পুলিশ হানা দিয়ে তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। হরিজনপল্লির মানুষের বক্তব্য কোথায় কি নিয়ে কার সাথে কি বচসা হয়েছে আমরা কিছুই জানি না। আমরা সবাই শুয়ে পড়েছি, রাত বারোটা নাগাদ পুলিশ ঘরে ঘরে ঢুকে মার, গালাগাল, ধরপাকড় কোনোটাই বাদ দেয়নি। এই পুলিশি নির্যাতন থেকে মহিলারাও বাদ যায়নি। সাধন হাঁড়ি, ববি হাঁড়ি এবং রহিত হাঁড়িকে পুলিশ মারতে মারতে তুলে নিয়ে যায়। সেখানকার মানুষজন প্রশ্ন তুলেছেন—যে পাড়াতে হয়েছে, যাদের সাথে হয়েছে তাদের কাছে পুলিশ গেল না, অথচ যত নির্যাতন হরিজনদের

—এরপর ছয়ের পাতায়

প্রয়াত শিক্ষক নেতার পরিবার থেকে অর্থদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, মন্তেশ্বর, ২ জুন : মন্তেশ্বরের প্রয়াত শিক্ষক নেতা অবণীভূষণ ভট্টাচার্যের পরিবারের পক্ষ থেকে গণশক্তি পত্রিকার তহবিলে অর্থদান করা হয়। বৃষ্টি বিঘ্নিত স্মরণসভায় সিপিআই(এম)-এর বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য তাপস চ্যাটার্জীর হাতে পাঁচ হাজার টাকার চেকটি তুলে দেন তাঁর বড় পুত্র মানবেন্দ্র ভট্টাচার্য। বৃষ্টি বিঘ্নিত স্মরণসভায় প্রয়াত শিক্ষক নেতার স্মরণে বক্তব্য রাখেন তাপস চ্যাটার্জী, মদন রায়, চৌধুরী মহম্মদ হেদায়েতুল্লাহ প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন শিক্ষক নেতা বুদ্ধদেব রেজ। প্রথমে শিক্ষক পরে কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উঠে আসা আজীবন পার্টি সদস্য অবনীভূষণ ভট্টাচার্য গত ১১ মে বার্ধক্যজনিত রোগে প্রয়াত হন। তাঁর জন্ম ১৯৩৫ সালের ১৫ নভেম্বর। বক্তারা এদিন বলেন, প্রথমে বর্ধমান সদরের ভিটেতে তাঁর বসতি ছিল। পরে শুশুনিয়া এলাকায় কিছুদিন থাকার পর চলে আসেন মন্তেশ্বর থানার দেনুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাতুন গ্রামে। সত্তর দশকে তিনি মন্তেশ্বরের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। আধা ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের যুগে প্রায় প্রতিদিনই স্কুলে গিয়ে কংগ্রেসিরা তাঁর উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালাতো। এমনকি প্রকাশ্য রাস্তার উপর টেনে

নিয়ে গিয়ে মানুষজনের সামনে অত্যাচার চালানো হতো। এই অত্যাচারের পরও তিনি বলতেন তোমরা আমার উপর যতই অত্যাচার কর না কেন, আমি লাল ঝাণ্ডাকে ছাড়বো না। প্রয়োজনে তোমরা আমাকে মেরে দিতে পারো। তবে এটাও

—এরপর ছয়ের পাতায়

অভাবী মূল্যেই বাজারে বিকোচ্ছে বোরোধান

মহঃ আলেক সেখ : বোরো ধান ওঠা শুরু হতেই ধানের দাম নিম্নগামী। তেরশো টাকা বস্তা (৬০ কেজি) মিনিকিট বিকোচ্ছে হাজার টাকা এবং বারো টাকার রত্না প্রজাতির ধান বিক্রি হচ্ছে মাত্র নশো টাকায়। এই দামে ধান বিক্রি করে উৎপাদন ব্যয় না উঠলেও কৃষকদের ধান বিক্রি করতে বাধ্য হতে হচ্ছে। কারণ ঋণ করে চাষ করেছিলেন তাঁরা। সেই ঋণ মেটাতেই রক্ত জল করে ফলানো ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। আর সেই সুযোগ নিচ্ছেন মজুতদার ব্যবসায়ীরা। তাঁরা ধান কিনে মজুত করছেন।

সেচ, বীজ, সার, কীটনাশক সহ সমস্ত কৃষি উপকরণের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে।

অর্থাৎ গত বছরের তুলনায় এক বছর কৃষিতে উৎপাদন খরচ অনেকটাই বেশি। অথচ ধানের দাম বস্তা পিছু তিনশো টাকা কমেছে। ফলে ভালো ধান ফলানো সত্ত্বেও কৃষকদের উৎপাদন খরচটাই উঠছে না বলে জানান, নিভুজিবাজারের প্রগতিশীল কৃষক হাজী জমাত মোল্লা। তিনি বলেন, বোরো ধান চাষ করতে কৃষকদের ১৩/১৪ হাজার টাকা বিঘা প্রতি খরচ। কিন্তু ধান বিক্রি করে সে টাকা উঠছে না। আমরা জানি ধানের এই বাজার থাকবে না। কিছু দিনের মধ্যেই ধানের বাজার বেড়ে যাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের ধান বিক্রি করে দিতে বাধ্য হতে হচ্ছে।

কারণ বাজার থেকে ঋণ নিয়ে চাষ করতে হয়েছে। কেন কৃষি সমবায় বা ব্যাংক থেকে কৃষি ঋণ নেননি? এর উত্তরে তিনি বলেন, কৃষকদের ওই সংস্থাগুলোতে বকেয়া ঋণে গলা পর্যন্ত ডুবে আছে। কেউ পরিশোধ করতে পারেনি। কর্ণাটক সরকারের মতো এ রাজ্যেও কৃষি ঋণ মুকুব না হলে এর পরিমাণ কি হবে জানি না। সরকার সহায়কমূল্যে মিনিকিট বা রত্না প্রজাতির সরু ধান কেনে না। একমাত্র স্বর্ণ মাসুরি প্রজাতির মোটা ধানই সরকার সহায়ক মূল্যে ক্রয় করে। তাই এই ফাঁকে মুনাফাখোর ধান মজুতকারীরা সুযোগ নিচ্ছেন। তাঁরা কৃষকদের থেকে কম মূল্যে ধান কিনে মজুত করে রাখছেন। আগামী আমন মরশুমে ধান ওঠার আগে এই ধান বিক্রি করবেন বস্তায় তিন থেকে চারশো টাকা লাভে। অর্থাৎ কৃষকদের পরিশ্রম পরিণত হয়ে যাচ্ছে মজুতদারদের মুনাফায়।

নতুন চিঠি

৪ জুন, ২০১৮

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

২০১৪ সালে ও তার পরবর্তী সময়ে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের মাধ্যমে বিরাট জয় পেয়ে কেন্দ্র সহ বেশ কয়েকটি রাজ্যে ক্ষমতাসীন হয় বিজেপি। তার ভঙ্গিমা এমন উদ্ধত ছিল যেন মোদি-শাসন অপরাজেয়। কিন্তু কিছুদিন আগেই সম্মিলিত বিরোধী শক্তির কাছে উত্তরপ্রদেশের দুই লোকসভা কেন্দ্রে পরাজয়ের পর আবার ১১টি রাজ্যের ৪টি লোকসভা ও ১০টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ১১টি আসনেই পরাজয়ের ফলে কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপি এখন বড় বিপর্যয়ের মুখে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য গেরুয়া বসনধারী যোগীরাজ-শাসিত উত্তরপ্রদেশেও বিজেপি পরাজয়ের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। মার্চ মাসেই গোরখপুর, ফুলপুর লোকসভা কেন্দ্রে পরাজিত হয়েছিল বিজেপি। এবার কৈরানায়ও পরাজয় ঘটল, স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভার বেশ কয়েকজন সদস্যের সেখানে পড়ে থাকা ও নানা উদ্বোধন ও প্রতিশ্রুতির বন্যা বহানো সত্ত্বেও। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের পর ২৭টি লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন হয়েছে, বিজেপি জিতেছে মাত্র ৫টিতে, ১টিতে জিতেছে তার শরিক দল। ২০১৮-তে এ-যাবৎ ১০টি লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন হয়েছে, ৮টিতেই হেরেছে বিজেপি। লোকসভায় তার আসন সংখ্যা ২৮২ থেকে কমে হয়েছে ২৭২।

তাহলে কি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিন্যাসে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি হয়েছে? অবশ্যই হয়েছে। কিন্তু সেই সম্ভাবনাকে পরিণতিতে নিয়ে যাবার জন্য বিরোধী দলগুলির সামনেও এক বড় চ্যালেঞ্জ উপস্থিত হয়েছে। তারা কতখানি নীতি-ভিত্তিক ঐক্যের ভিত্তিতে বিজেপি-বিরোধী লড়াই গড়ে তুলতে পারবে, তার উপরেই নির্ভর করছে ভারতের ভবিষ্যৎ। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে এই প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে এই কারণে যে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিজেপি-বিরোধী এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও তৃণমূলের গণতন্ত্র-নিধনকারী ন্যক্কারজনক ভূমিকার ফলে বিজেপি তার সাম্প্রদায়িক তাস খেলে ও নানা কৌশলে নিজের ক্ষমতাকে বিস্তৃত করার সুযোগ তৈরি করে নিচ্ছে। বামশক্তির সামনে আজ সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ কীভাবে কাদের নিয়ে বৃহত্তর বিরোধী ঐক্য গড়ে তুলে বিজেপি ও তৃণমূল এই দুই অপশক্তির সঠিক মোকাবিলা করা যায়।

প্রয়াত কর্মচারী আন্দোলনের সংগঠক

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩০ মে : প্রয়াত হয়েছেন প্রবীণ কর্মচারী আন্দোলনের ও পেনসনার্স সমিতির সংগঠক চিত্তরঞ্জন আইচ (৮০)। তিনি কিছুদিন ধরে অবসাদে ভুগছিলেন। আজ বিকালে তাঁর মৃতদেহ বাড়িতে নিয়ে এলে মাল্যদান করেন কর্মচারী আন্দোলনের নেতা প্রণব আইচ, বিশ্বনাথ দে, সোমনাথ দে ও পেনশনার্স সমিতির নেতৃবৃন্দ। নতুন চিঠি পত্রিকার সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ছিল। পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য, প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। শোকপ্রকাশ করেছেন সিপিআই(এম) নেতা অরিন্দম কোঙার। তাঁর মরদেহে মাল্যদান করেন দিনেশ ঝা, ফজলুল বারি মিদ্দা, অভিজিৎ মণ্ডল প্রমুখ বর্ধমান শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী, দুই পুত্র, এক কন্যা ও নাতি, নাতিনীকে।

এক ডজন প্রশ্ন

১. জিটি রোডের সৃষ্টিকর্তা সম্রাট শেরশাহ কবে কীভাবে নিহত হন? তাঁর আসল নাম কী ছিল? কোথায় তাঁর সমাধি আছে?

২. রাজা রামমোহন রায় কবে কোথায় জন্মান? কোথায় কবে মৃত্যু হয়েছিল?

৩. বিশ্ব কচ্ছপ দিবস কবে পালন করা হয়?

৪. সর্বপ্রথম বাংলা সাময়িক পত্র 'সমাচারদর্পণ' কবে কোথা হতে প্রথম প্রকাশিত হয়? কে প্রকাশ করেন? তখন সমাচার দর্পণের সম্পাদক কে ছিলেন?

৫. 'ট্রানজিস্টার' কে আবিস্কার করেন? কবে তাঁর জন্ম? তিনি পদার্থবিদ্যায় দু'বার নোবেল পুরস্কার পান কবে কবে?

৬. আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরুতে কী নামে স্কুল ছিল? কে কবে সেই স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন?

৭. সাহিত্যিক, বিপ্লবী সোমনে চন্দ কোথায় কবে জন্মান? কীভাবে কবে মৃত্যু হয়?

৮. বিপ্লবী রাসবিহারী বসু কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

৯. বিশ্বে প্রথম 'কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গ' কে কবে জয় করেন?

১০. আফগানিস্তান কবে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা রাষ্ট্র হয়?

১১. বিপ্লবী হরেকৃষ্ণ কোঙার সহ ৫৮ জন বিপ্লবীকে কবে আন্দামান নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?

১২. ভারতে প্রথম এমডি এবং এফআরসিএস ডাক্তার মৃগেন্দ্রলাল মিত্র কোথায় কবে জন্মান?

(উত্তর শেষের পাতায়)

নজরুল চর্চা : কিছু কথা

অরুণ মজুমদার

১৯৪২ সালে কাজী নজরুল ইসলাম নির্বাক হয়ে যান। নানাভাবে কবির চিকিৎসা চলে। বেশ কিছু মানুষ এগিয়ে আসেন কবির চিকিৎসার জন্য খরচ সংগ্রহ করতে। একবার বাইরেও পাঠানো হয় কিন্তু কোনো চিকিৎসাতেই কবিকে রোগমুক্ত করা গেল না। আমৃত্যু নির্বাক হয়েই রইলেন বিদ্রোহী কবি।

তখনও নজরুলের প্রভাব বাংলার মানুষের মনে গভীরভাবে অনুরণিত হয়ে চলছে। তাঁর কবিতা গান ইত্যাদি মানুষকে মুগ্ধ করে রেখেছে। শোনা যায় নজরুলের গানের সংখ্যা রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বেশি। নজরুলচর্চাকে বহমান রাখতে ইতিমধ্যেই উদ্যোগ নিয়েছে জন্মস্থান চুরুলিয়ার মানুষ। কবির ভাইয়ের বড় ছেলে কাজী মজাহার হোসেন মূল উদ্যোগী। নজরুল ইসলামরা তিন ভাই। কাজী সাহেবজান, কাজী নজরুল ইসলাম ও আলি হোসেন। কাজী আলি হোসেন ১৯৫১ সালের ৭ জানুয়ারি গ্রামের জোতদার-জমিদারদের লেঠেলদের হাতে খুন হয়ে যান। আলি সাহেব ঋণ সালিশি বোর্ডে কৃষকদের আইনি সাহায্য দিতেন। হোসেন সাহেবের চার ছেলে মজাহার হোসেন, রেজাউল করিম, আলি রেজা এবং মোয়াজ্জেম হোসেন।

স্থানীয় ভাবে ১৯৫৮ সালেই কবির জন্মদিবস উদযাপিত হয়। শুরু হয় ৩ দিনের নজরুল মেলা। খুবই সাদামাটা আয়োজন, ধুতি শাড়ি দিয়ে মঞ্চ তৈরি করা হত। রফিক সাহেব মাইক দিতেন। পশ্চিবঙ্গে বামফ্রন্ট আসার পর থেকে মেলা ৭ দিনের হতে থাকে। এখনো সে ভাবেই চলছে। এতদিন কাজী মজাহার হোসেন (মঙ্গুভাই) মুখ্য পরিচালনায় ছিলেন। দেশ-বিদেশের নজরুল বিশেষজ্ঞরা আসতেন। বক্তব্য রাখতেন গায়ক, আবৃত্তিকাররা তাঁদের পরিবেশন গুণে মানুষকে মুগ্ধ করে রাখতেন। নজরুল পুরস্কার সহ বিভিন্ন বিষয়ে পুরস্কার দেওয়া হয়। বিভিন্ন জায়গা থেকে নাট্যদলগুলি আসে। সারারাত ব্যাপী এখানে অনুষ্ঠান চলে। কিছুদিন আগে প্রয়াত হয়েছেন কাজী মজাহার হোসেন। এবার একাডেমির দায়িত্বে পরের ভাই রেজাউল করিম (জুলু ভাই)। মেলা যথারীতি চলবে।

মূলত মঙ্গুভাইয়ের উদ্যোগেই কাজী নজরুল ইসলাম মহাবিদ্যলয় প্রতিষ্ঠিত হয়। একাডেমিও মাটির বাড়ি থেকে পাকা দ্বিতল বাড়িতে উঠে আসে। নানাভাবে কবিকক্ষকে সাজানো হয়েছে। কবির বিভিন্ন সময়ে পাওয়া পদক মানপত্র ব্যবহৃত জামাকাপড় ও অন্যান্য জিনিসপত্র সেখানে সযত্নে রাখা আছে। লাইব্রেরিটি শহর লাইব্রেরিতে উন্নীত হয়েছে। বাংলাদেশের নজরুল ইনস্টিটিউট প্রচুর গবেষণামূলক কাজ করে চলেছে। এদের প্রকাশনার প্রচুর বইপত্র এখানে স্থান পেয়েছে। পুরানো দিনের অনেক পত্রিকার ফটোকপি বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে। দেশ-বিদেশের প্রচুর গবেষক এখানে কাজ করতে আসতেন।

একটা সময়ে নজরুল চর্চা খানিকটা কমে আসে। কলকাতায় এটা লক্ষ করে কিছু মানুষ এগিয়ে আসেন নজরুল চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। একে প্রবাহিত করে সাধারণ্যে আরও ছড়িয়ে দেবার জন্য উদ্যোগী হন। বন্ধুবর মজহারুল ইসলাম এবং আরও কয়েকজন নজরুল অনুরাগী উদ্যোগী হয়ে ৬ নং এন্টনী বাগান লেনে সবাই মিলে একটি কমিটি গঠন করেন। কার্যনির্বাহক কমিটি ছিল—

সভাপতি ব্রজকান্ত গুহ। কার্যকরী সভাপতি শঙ্কর প্রসাদ মিত্র। সহ-সভাপতি পবিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী আবদুল ওদুদ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, রেজাউল করিম, নরেন্দ্র দেব, প্রফুল্ল রঞ্জন চক্রবর্তী, আবদুস সাত্তার, প্রতাপচন্দ চন্দ, অহীন্দ্র চৌধুরী। যুগ্ম-সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী ও মজহারুল ইসলাম। কোষাধ্যক্ষ এম এ মাসুদ। সংস্কৃতি সম্পাদক শক্তিব্রত ঘোষ। সদস্যবৃন্দ সুকুমার ব্যানার্জী, প্রেমেন্দ্র মিত্র, আশুতোষ ভট্টাচার্য, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, পূরবী মুখোপাধ্যায়, মজহারউদ্দীন খান, নির্মল বসু, পরিমল মজুমদার, নরেশ চন্দ্র ঘোষ, জ্যোতির্ময় দে, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, কমল দাসগুপ্ত, চিত্ত রায়, গিরীন চক্রবর্তী, সিদ্ধেশ্বর মুখার্জী, অমিতাভ মুখার্জী, নীরেন রায়, পরেশ সাহা, দুর্গাদাস সরকার, কাজী আবদুস সালাম, আবুল আবসার, গজনফ্‌র রেজা চৌধুরী, নির্মল চন্দ্র কুণ্ডু, খাইরুল আলম, সিদ্দিকী মহীউদ্দীন। একটি অনুষ্ঠান উপসমিতিও গঠিত হয়। সভাপতি ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, সম্পাদিকা ফিরোজা বেগম, পরিচালক কমল দাসগুপ্ত। সদস্যরা হলেন চিত্ত রায়, গিরীন চক্রবর্তী, সিদ্ধেশ্বর মুখার্জী, সুচিত্রা মিত্র, দ্বিজেন চৌধুরী, রাধারানি দেবী, নরেন্দ্রনাথ রায়। সভাপতি তাঁর অভিভাষণে (১৯৬৩) জানাচ্ছেন "বিপ্লববাদের পটভূমিকায়, জাতির স্বাধীনতার স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে নজরুলের চারণ মানুষের পর্যালোচনা আজকের সাহিত্যে শুধু সময় মাত্রিকই নয় সময়ের বিশেষ ধারাকে সঞ্জীবিত করার জন্যও আবশ্যিক প্রয়োগচেতনা। ... নজরুল সাহিত্যের প্রচার, নজরুলের গানের সুরে বাংলাদেশের আকাশ বাতাসকে মাতিয়ে তোলা আমাদের কর্তব্য।" এটা ছিল নজরুল জন্মজয়ন্তী কমিটি। এই কমিটি প্রতি বৎসরই কোলকাতায় উৎসব পালন করতো।

নজরুল-সুহৃদ মুজফ্‌ফর আহমদ-এর নাম কার্যনির্বাহক কমিটিতে যুক্ত হয় ১৯৬৫ সালে। একটা সময়ে নজরুল জন্মজয়ন্তী কমিটি অনুভব করে যে একটি স্থায়ী কমিটি গঠন করা দরকার। ১৯৬৬ সালের ৫ জুন নেতাজী ভবনে নিরবচ্ছিন্ন নজরুল চর্চার জন্য পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমির উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন মুজফ্‌ফর আহমদ।

১৯৬৬ সালের ১২ আগস্ট নজরুল একাডেমির সঙ্গে নজরুল জন্মজয়ন্তী কমিটির সংযুক্তি ঘটে। একাডেমির কার্যনির্বাহক কমিটি তৈরি হয় এভাবে —

সভাপতি - বিচারপতি শঙ্কর প্রসাদ মিত্র, সহ-সভাপতি - মুজফ্‌ফর আহমদ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয়নাথ বসু, মৈত্রেয়ী দেবী। কোষাধ্যক্ষ— বিচারপতি এস এ মামুদ। সাধারণ সম্পাদক—কল্পতরু সেনগুপ্ত। সংগঠন সম্পাদক—আবুল কাসেম রাইমউদ্দীন। সদস্যগণ—মুকুল চক্রবর্তী, দুর্গাদাস সরকার, সিদ্ধেশ্বর মুখার্জী, দিলীপ চক্রবর্তী, মজাহারুল ইসলাম, বহ্নি রায় ও শক্তি সরকার।

মহাজাতি সদনে মূলত এঁরা অনুষ্ঠান করতেন। কবিতা ও গান নিয়ে প্রতিযোগিতাগুলি একসময় খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

পাশাপাশি আরও কয়েকটি নজরুল চর্চাকেন্দ্র গড়ে ওঠে।

চুরুলিয়ার নজরুল একাডেমির কাজকর্ম বেশ প্রসারিত হতে থাকে। ৭ দিনের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশ থেকে শিল্পী, আবৃত্তিকার, গবেষকরা এসে যোগ দেন। কলকাতার একাডেমির কাজকর্ম আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যায়। তবে একাডেমির আবেদনক্রমে এয়ারপোর্ট থেকে শহরের রাস্তাটির নামকরণ হয় কাজী নজরুল ইসলাম এভেনিউ। কবির বাসস্থান এবং নজরুল চর্চার জন্য তৎকালীন যুক্তফ্রন্ট সরকার কেষ্টপুরের কাছে নজরুল ইসলাম এভেনিউতে বেশ খানিকটা জমিও দেয়। জমিটি অবহেলায় খাটাল মালিকদের দখলে চলে যায়। বাংলা একাডেমি উদ্যোগী হয়ে নজরুল রচনাবলী প্রকাশ করেছে।

ইদানীং নজরুল চর্চায় কিছুটা ভাটা পড়েছে। আজকের এই ঝঞ্ঝাবিধ্বস্ত রাজ্য তথা দেশে নজরুলের গান কবিতা সহ বিভিন্ন রচনাবলী আমাদের পথ চলতে প্রেরণা দিতে পারে। আবারো নজরুলের বিদ্রোহী চেতনা আমাদের চেতনার তন্ত্রীতে অনুরণিত হোক—এটাই কাম্য।

কৃষক নেতার জীবনাবসান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৮ মে : ষাটের দশকের জমি আন্দোলনের প্রবীণ কৃষক নেতা গোকুল মল্লিকের জীবনাবসান হয়েছে। ২৮ মে ভোরে কালনা-২ ব্লকের খাগড়াকুর গ্রামের বাড়িতে বার্ধক্যজনিত রোগের কারণে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর। খবর পেয়ে এদিন তাঁর বাড়িতে গিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান বহু কর্মী, নেতা, শুভানুধ্যায়ী। পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানান সারা ভারত কৃষকসভার কালনা-২ ব্লক কমিটির সম্পাদক মহম্মদ আলী, আব্বাস মল্লিক প্রমুখ। কালনা শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সমাধা হয়।

ষাটের দশকের জমির আন্দোলনে তিনি এলাকায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। গবির মানুষকে সংগঠিত করে তাদের জমির আন্দোলনের সাথে যুক্ত করার ক্ষেত্রে পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। প্রয়াত হরেকৃষ্ণ কোঙারের সাথে এই কৃষক নেতার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটেছিল। হরেকৃষ্ণ কোঙারের তাঁর বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত ছিল বলে জানা গেছে। যার ফলে সত্তর দশকের আধা ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের যুগে তাঁকে কংগ্রেসীদের রক্তচক্ষুর সামনে পড়তে হয়। শারীরিক অত্যাচার তো বটেই, জীবন বাঁচাতে প্রয়াত নেতাকে শেষ পর্যন্ত নিজের বাড়ি ছেড়ে বাইরে থাকতে হয় বেশ কিছুদিন। ১৯৭৮ সালে তিনি সিপিআই(এম)-এর সদস্যপদ লাভ করেন। জীবনের শেষের দিকে বার্ধক্যজনিত রোগ তাঁর শরীরে চেপে বসে।

অন্য সংস্কৃতি

নজরুল আজো সমান প্রাসঙ্গিক

মলয় রায়

সময়ের বুকে রাসায়নিক উত্তাপ। মূল্যবৃদ্ধি ঠোঁট ছুঁই ছুঁই। ধান আলু সরষে, চাষির পকেট ভোঁ-ভোঁ করছে। গণতন্ত্র সুবাসিত ধূপ। পুড়ে পুড়ে শেষ। বিশুদ্ধ বৈষ্ণব মতে নির্বাচন আর হয় না। ধর্ম আর রাজনীতি রুটি আর মাখনের মতো। রাজনীতি সুস্বাদু আহার। রাজনীতির নীতি আদর্শের ঝুলিতে যুদ্ধ সীমান্ত সমস্যা এগুলিকে বাঁচিয়ে রাখাই কর্তব্য বলে মনে করছেন দেশের কর্তা ব্যক্তিরা।

আজকের এই উত্তাপ থেকে দেশকে বাঁচাতে হলে শুধু রবীন্দ্রনাথ নন, নজরুল চর্চাও ভীষণ জরুরি। সাম্যবাদী চেতনার কবি নজরুল। তিনি মানুষের কবি। সবার ওপর সত্য মানুষ—নজরুল সৃষ্টিতে বার বার এই কথাই উচ্চারিত হয়েছে। "হিন্দু না ওরা মুসলিম—ওই জিজ্ঞাসে কোন জন? কাণ্ডারি বল ডুবিছে মানুষ সন্তান মোর মা'র।" এই জায়গা থেকে নজরুল কোন দিন সরে আসেননি।

রুটি-রুজির লড়াইয়ে নজরুল তখন দুখুমিঞা। শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ তিনি তখন থেকেই। তাঁর কবিতা গানের স্থপতি দুখুমিঞার ক্ষুব্ধ ও যন্ত্রণা কাতর মনই।

বিশিষ্ট রবীন্দ্র-অনুরাগী হয়েও, নজরুল আপন অনুভূতির প্রাবল্যে একটি আলাদা ধারা তৈরি করতে পেরেছিলেন। উভয় সম্প্রদায়ের উগ্র মৌলবাদ। ভারত পাকিস্তান যখন একে অন্যের প্রতি আস্তিন গোটাচ্ছে। পেশীশক্তির গর্জন চলছে, আর উগ্র দেশপ্রেমের নামে চায়ের দোকানে হিন্দুরা 'হিঁদু' হয়ে উঠছেন, মুসলমানেরা 'মোচোলমান' হয়ে উঠছেন।

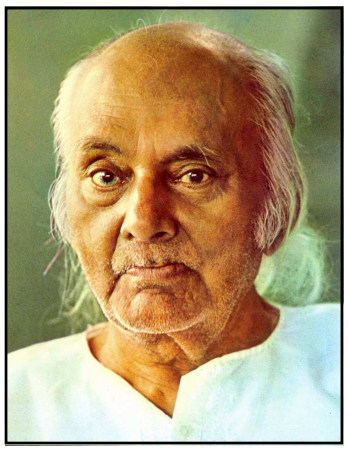

আর ঠিক তখনই নজরুল প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছেন। আদালতে দাঁড়িয়ে কবি বলেছিলেন, "আমার ওপর অভিযোগ আমি রাজ-বিদ্রোহী। তাই আমি আজ বন্দি। এবং রাজদ্বারে অভিযুক্ত।" এখানেই থামেননি নজরুল। তিনি আরও বলেছিলেন, "আমি কবি। আত্মপ্রকাশ সত্যকে প্রকাশ করার জন্য। অমূর্ত সৃষ্টিকে মূর্তিদানের জন্য ভগবান কর্তৃক প্রেরিত।"

আজকের সময়ে দাঁড়িয়ে খুব স্বাভাবিক কারণে নজরুল আলাদা মর্যাদা পেয়ে যান। শুধু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নয়, স্বদেশী আন্দোলনের নেতাদেরও তিনি বলতে ছাড়েননি। স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নজরুল তখন এক খাপখোলা তরোয়াল। লিখেছিলেন, "ভারত হবে ভারতবাসীর/এ কথাটাও বলতে ভয়। সেই বুড়োদের বলিস নেতা / তাদের কথায় চলতে হয়।"

এই তো নজরুল। কালজয়ী কবি হবার বাসনা নিয়ে তিনি কলম ধরেন নি। কিন্তু সময়ের হাত ধরে তার কবিতা গান কালজয়ী হয়েছে। তাঁর স্মৃতি রোমন্থন করে অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত লিখেছিলেন, তাঁর মনের মানচিত্রে হিন্দু মুসলমান নেই। রাজা প্রজা নেই। ব্রাহ্মণ নেই। তাঁর চোখে সবাই সমান। সবাই অমৃতের সন্তান।

ভাব-ভাবনায় কোন অসম্পূর্ণতা তাঁর ছিল না। কদর্যের অপসারণে তাঁর কলম ছিল নির্ভীক। উপলব্ধিতে ছিল চিরন্তন এক সত্য—'মানুষ' আর 'স্বদেশ'। তাই বলেছিলেন, 'ওরে এ ভারতবর্ষ তোদের মন্দিরের ভারতবর্ষ নয়, মুসলমানদের মসজিদের ভারতবর্ষ নয়, এ আমার মানুষের মহাভারত।'

একজন সংবেদনশীল মানুষ, অনুভবী মনের অধিকারী কবি নজরুল আজো সমান প্রাসঙ্গিক।

আত্মত্যাগ

কুশল দে

আমি ঘেন্না করি
আমি ঘেন্না করি
আত্মত্যাগী সর্বহারা বিপ্লবীদের
সৌজন্য সহানুভূতি সম্মান দেখানো যেতেই পারে।
যে কোনও মূল্যে আত্মত্যাগ করা যেতেই পারে।
কিন্তু, তাই বলে দালাল বিপ্লবী দালাল বুদ্ধিজীবী
সুদকষা মহাজন অথবা
মেকী সমাজ সংস্কারের নামে
অমৃত মানব সভ্যতাকে ডানাহীন ময়ূরপঙ্খী জাহাজে
ভাসিয়ে নিয়ে যায় যারা আর
পশু পাখি অরণ্য ও প্রকৃতিকে ধ্বংস করে
প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আখমাড়াই কলে।
তাদের সৌজন্য সহানুভূতি সম্মান দেখানো মানে
নিজেকেই আত্মহননের পথে ঠেলে দেওয়া।
আমি তাদের ঘেন্না করি ঘেন্না করি, ঘেন্না করি।
আমাকে আগুন হতে দাও সূর্যের মতন।

মৌনমুখর

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

দর্পণে মুখ, ছবির মতো আঁকা
সাতরঙা ঢেউ অনুভবের মাঝে
হাওয়ায় হাওয়ায় শুনেছি সেই গান
হৃদয় জুড়ে বাজে সকাল সাঁঝে
হৃদয় নিয়ে মুখ যেন এক নদী
বইতে বইতে কোথায় চলে যায়
হাওয়ার গানে মৌনমুখর স্মৃতি
সেই নদীটি তোমায় খুঁজে পায়
স্মৃতির ভেতর নদীর গানের রেশ
বাঁধনহারা, ঝর্ণাধারা, ছোটে
স্বপ্ন আমার কোথায় নিরুদ্দেশ
বিশ্বাসেতে সূর্যমুখী ফোটে।

সে

পার্থ চক্রবর্তী

সেইখানে এক নদীর বাঁকে
বাউল বসে একতারাতে
গান শুনিয়েছিল
সূর্য ডোবার আগে
সেখানে আজ আধড়াখানি শূন্য পড়ে আছে
গোয়লখানা ফাঁকা
বিগ্রহটি যেমন ছিল তেমন আছে।
নেই শুধু সুরেলা সেই কণ্ঠ, এক তারা
ফিরতে গিয়ে মাঝি বলল
বোষ্টমী চলে যেতেই কৃষ্ণদাসের
এমন দশা হল।
পারাপারে আমার ষোলআনাই গেল।

দুই প্রান্ত

লক্ষণ দাস ঠাকুরা

সময়ের দুই প্রান্তে শুধু ধূ-ধূ বালি
এখন চৈত্র বছরের শেষ সীমানা।
পিছন চাহনি দেখে ক্লীব দিনগুলি
লাড্ডু হাতে খেলেছে সারা বেলা।
দিনশেষে ছদ্মবেশী মৃত্যুভয়
আঁকড়ে আছে প্রেমহীন সংসার।
ঢাকা পড়ে গেছে আকাশ কালো ওড়নায়।
প্রাজ্ঞের দিব্যবাণী পাল্টাতে পারেনি
একদণ্ড সময়ের গতিবিধি।

ত্রিলোচন শিবো হে! এবার গাজন মেলায়
রক্তাল্প অর্ধউলঙ্গ শিশুটার
বাঁচার মন্ত্র বলে দেবে কি?
তুমি তো কোনোদিন দেখোনি
বুলেট প্রুফ্ গাড়ির ভিতর হতে
মানুষগুলোকে কড়ে আঙ্গুল প্রমাণ।
সুতরাং আমরাও রবীন্দ্রস্পর্শে
বিছিয়ে দিতে পারি বকুল
আগামী বোশেখে।

বাজ পড়ে মৃত্যু বধূর, আহত-১

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২ জুন : মাঠ থেকে গরু নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে বাজ পড়ে মৃত্যু হয় শিখা বাগ (৪২) নামের গৃহবধূর। মৃতার বাড়ি নাদনঘাট থানার বগপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চণ্ডিপুর গ্রামে। ঘটনা ঘটে এদিন বিকালে। আকাশে কালো মেঘ দেখেই শিখা বাগ ও এক প্রতিবেশী উত্তম বাগ মাঠ থেকে গরু নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দেন। কিন্তু মাঝ পথে তাদের উপর বাজ পড়ে। শিখা বাগের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হয়। আর উত্তম বাগকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে চাদপুর, পরে নবদ্বীপ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তার চিকিৎসা চলছে। কালনা মহকুমা হাসপাতালে শিখা বাগের মৃতদেহে ময়নাদতন্ত হয়।

মিছে কথায় ভুলতে নেই

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

এক বনে একটা বটগাছে বাস করতো এক কাক, আর সেই বটতলায় মাটির কোটরে বাস করতো একটা শেয়াল।

শেয়ালকে লুকিয়ে লুকিয়ে খাবার জোগাড় করতে হয়। কখনো-কখনো যখন বুনো কুকুরে তাড়া করে, তখন তাকে 'জানটা রাখি-মানটা রাখি' করে পালাতে হয় শিকার ফেলে। তার শিকার করা ছোট পশু-পাখীগুলোকে তখন কুকুরেরা ভোজন করে অবলীলায়। তাই শেয়ালের মন সবসময় খুব ভারী হয়ে থাকে। এত গতর খাটিয়ে চারটি খাবার জোগাড় করা বড়ো কঠিন কাজ।

এদিকে হতভাগা-পাজি কাকটা কেমন হুস করে এদিক-ওদিক উড়ে চলে যায়, আর ঠোর্টে করে যা পায় তাই এনে বটগাছের ডালে পা ছড়িয়ে কেমন করে রসিয়ে রসিয়ে খায়। রাগে শেয়ালের গায়ে যেন আগুন লেগে যায়। কাক সেটা জানে আর তাই খাওয়া শেষে সে যখন নিচে তাকিয়ে দেখে শেয়াল কেমন জুলজুল করে দেখছে, তখন সে মনের সুখে 'কা-কা' করে জোরে গলা ছেড়ে গান গায়।

এভাবেই দিন কাটছিলো। বনের ধারে বনের লাগোয়া চাষের জমির ধারে কয়েকঘর চাষা বাস করতো। শীতের দিন শুরু। রাতে বেশ হিম পড়ছে, কাকভোরে ঘুম থেকে উঠে দু'হাত দুরের জিনিষ চোখে পড়ে না। ঘাসের অগায় শিশিরের রেখা আর ভিজে শিউলি ফুলের বিছানা। 'কাকভোর' মানে কাক কা-কা ডেকে জানান দেয় যে, "ভোর হল, দোর খোল, খুকুমণি ওঠো রে"। এদিকে ওই কাকভোরেই শেয়াল চুপিসাড়ে শিকার ধরতে বেরোয়। কুয়াশা তার চলার পথে বেশ আড়াল রচনা করে, ফলে শিকার ধরা বেশ সহজ হয় এই সময়।

চাষির ঘরে নতুন ধান উঠে গেছে। খেজুর গাছের জিরেন কাটা রস থেকে বানানো গুড়ের সুবাস দূর-দূর তক্ ছড়িয়ে পড়ছে। চাষিবউরা ঢেকিতে নতুনচালের গুড়ো বানিয়েছে পা দিয়ে ঢকাঢক পিষে-পিষে। নারকেল কোড়া খেজুর গুড়ে মেখে উনুনে চাপিয়ে 'পুর' বানিয়েছে। তারপর চালের গুড়ো পিঠুলি গোলা করে চাটুতে সপ-সপ করে ভেজেছে রুটির মতো করে। এবার মাঝখানে নারকেলের পুর দিয়ে গোল করে মুড়ে বানিয়েছে পিঠে। শেয়াল গোয়ালঘরে লুকিয়ে দেখেছে সেই পিঠে ভাজার পর্ব। পুলি-পিঠে খেতে কে না আর ভালবাসে? শেয়ালের তো লোভের চোটে লাল পড়তে লাগল। এদিকে কাকটাও খড়ের ছাউনির ফুটো দিয়ে পিঠে ভাজা দেখেছে। সে সবুর করছে, কখন এক ফাঁকে 'পিঠে' নিয়ে পালানো যায়।

সবকটা 'পিঠে' ভাজার পর চাষি-বউ হাত ধুয়ে একটু যেই উঠেছে, কাক তো ছোঁ-মেরে একটা পিঠে মুখে এক উড়ানে বটগাছের ডালে তার বাসায়। আর অবাক হয়ে শেয়ালের মুখে আওয়াজ বেরিয়ে গেল, আর তাকে লাঠি হাতে চাষি তাড়া করল। শেয়াল হাঁফাতে-হাঁফাতে হাজির গাছতলায়। দেখল কাকের মুখে কেমন লোভনীয় হয়ে ঝুলছে তখনও, ছিনিয়ে আনা পিঠেখানা।

চালাক শেয়াল এক ফিকির ঠাওরাল। সে কাককে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল, 'আমিতো কতই গান গাই অথচ আমার মাথার ওপর বাস করে এক কাক তার গলার আওয়াজ এতই মিঠে যে মন ভরে যায়। আহা! একটু যদি ওই মিঠে গান শুনতে পেতাম।

কাক এই কথা শুনে গান শোনাবে বলে যেই ঠোক ফাঁক করেছে, অমনি তার ঠোঁট থেকে ছিনিয়ে আনা 'পিঠে' গেল মাটিতে পড়ে। শেয়ালের হল পোয়াবারো। সে তারিয়ে তারিয়ে সেই পিঠে খেল। তারপর ওপরে চেয়ে কাককে বলল, "তোমার কা-কা রব ভীষণ কুৎসিত, অথচ তোমার ঠোঁট থেকে ছিটকে বেরোনা পিঠেটা ছিল ভারী মিঠে।"

জেলা জুড়ে পালিত হল নজরুল জন্মদিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা : কবি নজরুল ইসলাম-এর ১২৮ তম জন্মদিবস পালিত হল জেলা জুড়ে। কবির মূর্তিতে মাল্যদান, প্রভাতফেরী, আলোচনাসভা, গানে, কবিতায়,আবৃত্তির মধ্য দিয়ে স্মরণ করা হল বাঙালি চেতনার অনন্য প্রতিভাকে। শুধু কবির জন্মদিনে নয় জন্মজয়ন্তী পালিত হয় একপক্ষ কাল ব্যাপী। বিভিন্ন সংগঠন সংস্থা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নানান অনুষ্ঠানে কবির সৃজনকে স্মরণ করেন। চেতনাকে শাণিত করেন। এদিন বর্ধমানে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ ও ভারতীয় গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে কবির মূর্তিতে মাল্যদানের কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল। এদিন সকালে বর্ধমানের জেলখানা মোড়ে কবির আবক্ষমূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। এর পূর্বে নৃত্যের মাধ্যমে প্রভাতফেরী করে 'ছন্দম'-এর শিশু শিল্পীরা। কবির মূর্তিতে মাল্যদান করেন বর্ধমান পুরসভার পৌরপতি স্বরূপ দত্ত, উপ-পৌরপতি সৈয়দ খন্দেকর, মহঃ শহিদুল্লাহ, সেলিম খান সহ পৌর পারিষদরা।

মাল্যদান করেন ভারতীয় গণনাট্যসংঘের বর্ধমান শহর কমিটির সভাপতি মিলন দাস, কবির স্নেহপ্রাপ্ত বাচিক শিল্পী আবুল হাসান, গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের জেলা সম্পাদক বিকাশ বিশ্বাস, গণনাট্য সংঘের সম্পাদক পুজন সেনগুপ্ত, আদিবাসী লোকশিল্পী সংঘের সম্পাদক কাজল রায়, শিল্পী স্বরূপ মুখার্জী প্রমুখ। এই দুই সংগঠন ১০ জুন নজরুল সন্ধ্যার আয়োজন করেছে বর্ধমান টাউন হলে। শহরের বিশিষ্ট শিল্পীরা অংশ নেবেন। ২৬ মে সন্ধ্যায় বর্ধমান টাউন হলে কবির স্মরণে এক মনোজ্ঞ সংস্কৃতিক সন্ধ্যা উপহার দেয় 'বর্ধমান সঙ্গীত সমাজ'। ২৮ জুন রবীন্দ্র-নজরুল সন্ধ্যার আয়োজন করেছে এস এফ আই ও ডি ওয়াই এফ আই।

সেন্টজন অ্যাম্বুলেন্স অ্যাসোসিয়েশনের রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সম্প্রতি সেন্টজন অ্যাম্বুলেন্স অ্যাসোসিয়েশনের বর্ধমান শহর শাখা ও দ্য আর্ট অব লিভিঙ-এর উদ্যোগে এক রক্তদান শিবির সেন্টজন অ্যাম্বুলেন্সের দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সেন্ট জন অ্যাম্বুলেন্সের সম্পাদক মনোজ কুমার সাধু। মোট ২৪ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। প্রতি বছরই ১৩ মে তাঁরা রক্তদান করেন।

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

তুতিকোরিন ও এবারের বিশ্ব পরিবেশ দিবস

চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্দর শহর তুতিকোরিন, স্থানীয় নাম থুদুকুরি। তামিলনাড়ুর তুতিকোরিন জেলার সদর শহর। শিল্পে রাজ্যের এগিয়ে থাকা শহরগুলির অন্যতম। সমুদ্র তীরের বিস্তীর্ণ বেলাভূমিতে লবণ আর সামুদ্রিক মাছের আড়ত। দেশি বিদেশি বণিকের আনাগোনার বিরাম নেই। সোমত্ত প্রকৃতি গেরস্থকে স্বচ্ছল রেখেছে। ষাটটি ওয়ার্ডে বিভক্ত তুতিকোরিন পৌরনিগমের আয়তন নব্বই বর্গ কিলোমিটারের একটু বেশি। সরকারি বেসরকারি স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গবেষণাকেন্দ্র সবই পাবেন। সুখ, শান্তি আর সমৃদ্ধি নিয়ে বেড়ে ওঠা একটা জনপদ। রাষ্ট্রের বর্বর লোভ। তুতিকোরিনে স্টারলাইট কপার কারখানায় ভয়ঙ্কর দূষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী এগারো জনকে রাষ্ট্রের পুলিশ গুলি করে হত্যা করেছে। আমেরিকায় বন্দুকবাজদের হানায় শোকস্তব্ধ নাগরিকদের শোকবার্তা পাঠিয়েছেন ভারতের মান্যবর প্রধানমন্ত্রী। বেশ করেছেন। বন্দুকবাজ নিপাত যাও। ভারতের ট্রিগার-হ্যাপি পুলিশবাহিনী, সামরিক-আধা-সামরিক বাহিনী কাশ্মীর থেকে তামিলনাড়ু, ত্রিপুরা থেকে গুজরাট শাসকের রক্তপিপাসা মেটাতে ব্যস্ত। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নীরব। রাজ্যগুলির সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য প্রাকৃতিক সম্পদক দেশি-বিদেশি কর্পোরেট দুনিয়ার হাতে তুলে দেওয়ার ডিজিটাল পরিকল্পনায় সবাই ব্যস্ত।

বেদান্তের স্টারলাইট কপার কারখানা ঘিরে বিতর্ক আজকের নয়। ১৯৯৪ সালে তামিলনাড়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ বেদান্তকে দুটি শর্ত পূরণ করে কারখানা গড়ার অনুমতি দেয়। এক তুতিকোরিনের অদূরে অবস্থিত গালফ অফ মান্নার মেরিন ন্যাশনাল পার্ক নামে সংরক্ষিত জীববৈচিত্র্য রিজার্ভ থেকে কারখানার ন্যূনতম দূরত্ব হবে ২৫ কিমি। মেরিন ন্যাশনাল পার্ক থেকে কারখানার দূরত্ব ষোলো কিলোমিটার। দুই কারখানার চারদিকে সবুজে ঘেরা একটি গ্রিন জোন করতে হবে। বলা বাহুল্য, এও মানা হয়নি। আদতে এই কারখানা হবার কথা ছিল মহারাষ্ট্রের রত্নগিরিতে। ৫০০ একর জায়গা লিজ নেওয়া হয়। সাধারণ মানুষের ক্ষোভ-বিক্ষোভে রত্নগিরির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। তামিলনাড়ুর তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা স্টারলাইটকে আমন্ত্রণ করে অনেন। লাভের অঙ্ক ছিল নিশ্চয়। তাই মানুষের প্রতিবাদ দমন করা হয়।

২০০৬ সালে পূর্বতন ইউপিএ সরকারের আমলে দূষণ রোধে পরিবেশ প্রভাব মূল্যায়ন বাধ্যতার নীতি চালু হয়। এই নীতির মূল কথা হল অভিযুক্ত কারখানায় জনশুনানির মাধ্যমে অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হবে। আইন বানিয়ে সুকৌশলে ফাঁকও রাখা হয়েছে। বলা হয়েছে পূর্বঘোষিত শিল্পাঞ্চল হলে জনশুনানির প্রয়োজন নেই।

২০০৮ সালে তিরুনাভেলি

মেডিক্যাল কলেজের কমিউনিটি মেডিক্যাল টিম একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে। কপার কারখানার নিকটস্থ পাঁচ কিলোমিটারের ৮০৭২৫ জন বাসিন্দার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে সমীক্ষায় লেখা হয়—

- এলাকার পানীয় জলে আয়রনের পরিমাণ বিপদসীমার ১৭ থেকে ২০ গুণ বেশি। অতিরিক্ত আয়রন অবসাদের কারণ। এছাড়াও এই দূষিত জল গাঁটের যন্ত্রণা ও পেটব্যথার অন্যতম কারণ।
- রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় শ্বাসকষ্টজনিত রোগ, হাঁপানির হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। মূলত সালফার ডাই অক্সাইড ও নানান দূষিত গ্যাসের জন্য এই রোগের প্রাদুর্ভাব।
- রাজ্যের অন্যান্য অংশের তুলনায় নাক-কান ও গলার নানান রোগের শিকার এলাকার সাধারণ মানুষ।

তামিলনাড়ু রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ (TNPCB) ও পরে জাতীয় পরিবেশ প্রযুক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান (NEERI) পৃথকভাবে গুরুতর পরিবেশ ধ্বংসের রিপোর্ট দেয়। নদীতে বর্জ্য ফেলা, বিষাক্ত গ্যাস ছড়ানো, কুয়ো, পুকুরের জল অস্বাভাবিক দূষিত ও ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যাওয়া ইত্যাদি নানান কারণে ক্ষোভ বিক্ষোভ চরমে ওঠে। ২০১৩ সালে গ্যাস লিকের ঘটনায় কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে একশো কোটি টাকা জরিমানা হয়।

২০১৪ সালে নতুন সরকার শপথ নেয়। আর যাদুর ছোঁয়ায় সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়। জনশুনানির নির্দেশ সুকৌশলে অমান্য করা হয়। লক্ষ্য স্থির হয় দৈনিক চার হাজার টন তামা উৎপাদন। নিন্দুকেরা বলেন দুই সরকারের আমলেই শাসকদলের পার্টি-তহবিলে কোটি কোটি টাকার ভেট জমা হয়েছে। এখানেও সেই এক গল্প—তৃতীয় বিশ্বের সস্তা শ্রমিক আর ঢিলেঢালা পরিবেশ কানুনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে উন্নত বিশ্বের প্রয়োজন মতো সম্পদ সৃষ্টি করো। নিজের আর দলের তহবিল বাড়াও। ২০১৬-তে ওড়িষ্যার কালাহান্ডির নিয়মগিরিতে বেদান্তের আলুমিনা রিফাইনারি বানাবার স্বপ্নে জল ঢেলে দিয়েছিল আদিবাসীরা। তুতিকোরিন কি পারবে?

কই আর পারছি? বছরের একটা দিন ৫ জুন ঘটা করে পরিবেশ দিন পালন করছি। কবিতা, গান আর ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা শেষে ধুলি-ধূসরিত গোধূলি বেলায় ঘর্মাক্ত কলেবরে ঘরে ফেরা। গলির মুখে পর্বত প্রমাণ আবর্জনা, মরা ইঁদুর। পাড়ার পুকুরটি মেরামতি বাড়ির চুন সুড়কি দিয়ে প্রায় বোজা, নর্দমার কালো জলে প্লাস্টিকের স্তূপ। সিক্স-লেনের আধুনিক রাস্তার প্রয়োজনে ছায়া সুনিবিড় গাছেরা বিদায় নিয়েছে। তার সাথে বিদায়ের ঘন্টা শুনছে চড়াই, শালিক, কাক, আরো কত নাম না জানা প্রাণীকুল। শুধু মানুষ থাকবে। আর থাকবে জল ঠাণ্ডা করা মেশিন—ফ্রিজ, বাতানুকূল যন্ত্র—এসি। আমাদের মতো সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারেও এসি আজ দুর্লভ নয়। সরকারি বেসরকারি অফিস, আদালত, ব্যাঙ্ক কিংবা মল—সবখানেই এসি। আবহাওয়া দপ্তর বলছে দিনের তাপমাত্রা চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ভুল বলছে। অন্তত দুই থেকে তিন ডিগ্রি তাপমাত্রা বেশি। সব মিলিত যন্ত্রদাবন যতটা তাপ বাতাসে ছেড়ে দিচ্ছে তার হিসেব কে রাখে। এবারের পরিবেশ দিবসের আহ্বান ‘প্লাস্টিক দূষণ রোধ কর’। ৫০ মাইক্রন বা ০.০৫ মিলিমিটারের কম পাতলা প্লাস্টিক থলি ব্যবহার করা উচিত নয়। পানীয় জলের বোতল পুনর্ব্যবহার করা ঠিক নয়। গরম খাবার প্লাস্টিক পাত্রে রাখা উচিত নয়। এসব কে মানছে?

আলোচনা তুতিকোরিন দিয়েই শেষ করবো। শেষ পাওয়া সংবাদ অনুযায়ী (২৮ মে) তামিলনাড়ু সরকার বেদান্তের কারখানা বন্ধ করে দিয়েছে। এখানেই শেষ হলে মানুষের দাবি মিটবে না। ২০১৬-১৭ আর্থিক বর্ষে বেদান্ত কর্তৃপক্ষের লাভের অঙ্ক ১৩৯৪৬ কোটি টাকা। অবিলম্বে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। তুতিকোরিন ও সংলগ্ন সমগ্র অঞ্চলের পরিবেশ প্রভাব মূল্যায়ন করে পরিবেশ-বান্ধব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

অসুখের বিশ্বায়ন

অশ্বিনীকুমার

বিশ্বায়নের জয়যাত্রায় মোহিত সারা বিশ্ব। সব দেশ তার দরজা-জানালা হাট করে খুলে দিয়েছে সব দেশের জন্য। বিশ্বায়নের সুফল-কুফল নিয়ে চুলচেরা আলোচনা, বিশেষত বিশ্বায়নের অর্থনৈতিক দিক সকলের নজরে। মন্ত্রী থেকে বাজারের শাক-বিক্রেতা, সকলেই নানা কথার ফাঁকে বিশ্বায়নের ওষুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করে সবাইকে। থাইল্যান্ডের সস্তার টি-শার্ট থেকে, বিদেশি সার্ডিনের অলিভ অয়েলে চোবানো নরম মাছের টুকরো ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাজারে। এ সবই খোলা দরজার নীতি মেনে হচ্ছে। কিন্তু এর পাশাপাশি সবার অলক্ষ্যে আরেকটা ব্যাপার ঘটে চলেছে। যার ধাক্কা সামলাতে সবদেশে উঠেছে গেল গেল রব। ব্যাপারটা হল—অসুখের বিশ্বায়ন।

বিমান-যাত্রা এখন অনেকের নাগালের মধ্যে। মানুষ খোলা দরজা দিয়ে দলে দলে ছুটছে বিদেশে, কাজের আশায়। বিদেশ থেকে দলে দলে লোক আসছে আমাদের দেশে ওই একই কারণে। সঙ্গে আসছে অসুখ। যেমন ধরা যাক, খাদ্য-বাহিত ও জল-বাহিত রোগের কথা।

বিশেষ ধরনের ইস্চেরেশিয়া কোলি ও ক্রিপটোস্পোরিডিয়াম উন্নত ও অনুন্নত, সব ধরনের দেশ ছেয়ে ফেলেছে। ১৯৮২ সালে এই বিশে, ধরনের ইস্চেরোশিয়া কোলি নামের জীবাণু মারাত্মক ডায়েরিয়ার কারণ হিসাবে চিহ্নিত হয়। ভালোভাবে রান্না না করা হ্যামবার্গার ও বিশেষভাবে শোধন না করা দুধ এই রোগের জীবাণু বহন করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৯৩ সালে হান্টা ভাইরাসের প্রকোপ দেখা যায়। মূলত শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ এই রোগের লক্ষণ। ফুসফুসের সংক্রমণে রেসপিরেটরি ফেইলিওর হয়ে বহু রোগী মারা যায়। মৃত্যুহার প্রায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় কুড়িটি প্রদেশে এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে। এছাড়া আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলে এই রোগ ধরা পড়ে। হান্টাভাইরাসের অন্য এক ধরন বহু বছর এশিয়া মহাদেশে বহু মানুষকে আক্রান্ত করেছে। এসব ক্ষেত্রে কিডনির অসুখ ও রক্তক্ষরণ, জ্বর এইসব লক্ষণ নিয়ে রোগী হাসপাতালে এসে উপস্থিত হয়েছে।

কলেরার একটি নতুন জীবাণু ১৯৯২ সালে দক্ষিণপূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এরপর এই কলেরা জীবাণু সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। এরপর থাইল্যান্ড, পশ্চিম চিন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্য বহু দেশে এই জীবাণু ছড়িয়ে পড়ে ও বহু মানুষের কলেরা রোগের কারণ হিসাবে চিহ্নিত হয়।

এই অসুখের বিশ্বায়নের আলোচনায় ইনফ্লুয়েঞ্জার কথা আসবেই। ইনফ্লুয়েঞ্জা-এ-র এক বিশেষ স্ট্রেইন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে প্রায় দুশো চৌদ্দটি দেশে। প্রায় আঠারো হাজারের বেশি মানুষের প্রাণ কেড়েছে এই ভাইরাস।

২০০২ সালের শেষের দিকে সার্স প্রথম ধরা পড়ে আমাদের প্রতিবেশী দেশ চিনে। এটি একটি নতুন রোগ। এই জীবাণুর কথা ২০০২ সালের আগে অজানা ছিল। চিন থেকে হংকং, সিঙ্গাপুর, তাইওয়ান, ভিয়েতনাম, টরেন্টো ইত্যাদি বিভিন্ন জায়গায় এই রোগ ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে সারা বিশ্বে প্রায় তিরিশটি দেশে সার্স ছড়িয়ে পড়ে; মৃত্যু হয় প্রায় নয়শো মানুষের।

প্রসঙ্গক্রমে নিপা ভাইরাসের কথা চলে আসে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের জগতে যে ভাইরাস নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয় এই সেদিন ১৯৯৯ সালে।

এইড্সকে নতুন রোগের তালিকায় ফেলা হয়। হিউম্যান ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস এইড্স রোগের কারণ। এই ভাইরাসের অস্তিত্ব জানা যায় ১৯৮৩ সালে। প্রতি বছর প্রায় তেইশ লক্ষ মানুষ আক্রান্ত হয় এই অসুখে।

১৯৭৬ সালের আগে এবোলা ভাইরাসের কথা জানা ছিল না। আফ্রিকার জাইর, সুদান হয়ে এই ভাইরাস দক্ষিণ আফ্রিকায় পৌঁছে যায়।

বিগত প্রায় তিরিশ বছরে প্রায় তিরিশটি নতুন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। বিশ্বায়নের দৌলতে মানুষের চলাচলের ফলে সারা বিশ্বের সব মানুষ পরস্পরের কাছে চলে এসেছে। রোগ ছড়িয়েছে দ্রুতলয়ে। তবে শুধু একটা কারণেই নতুন সব রোগের এই রকম রমরমা, তা অবশ্যই নয়। অন্য আরও নানা কারণের কথা মাথায় রাখতে হবে। যেমন, (১) দ্রুত ও পরিকল্পনাহীন নগরায়ণ, (২) জনসংখ্যা বৃদ্ধি, (৩) পরিচ্ছন্নতার অভাব, (৪) সরকারি জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার অপ্রতুলতা, (৪) অ্যান্টিবায়োটিক্সের বিরুদ্ধে জীবাণুর প্রতিরোধ (৬) মানুষের সঙ্গে রোগ-বাহিত বিভিন্ন পতঙ্গের ঘনিষ্ঠ সহাবস্থান, (৭) সবশেষে অবশ্যই দেশ-বিদেশে মানুষের চলাচলের লাগামছাড়া বাড়-বাড়ন্ত।

মনে রাখতে হবে, বিশ্ববাজারের অতি দ্রুত প্রসার বিশ্বায়নের অপরিহার্য শর্ত। এই বাজার শুধু পণ্যের নয়। শ্রমের বাজারের কথা মনে রাখা দরকার। শ্রমের বিশ্ব বাজারে মানুষের চলাচল এখন যেভাবে বেড়ে চলেছে তা অতীতে কখনও দেখা যায়নি। ফলে বিভিন্ন দেশের মানুষ পরস্পরের সংস্পর্শে আসছে। পণ্যের আদান-প্রদানের সঙ্গে চলছে রোগের আদান-প্রদান। অসুখের বিশ্বায়ন ঘটছে সবার চোখের আড়ালে।

নতুন নতুন যে-সমস্ত রোগের সংস্পর্শে আমরা আসছি, তাদের অনেকেরই চিকিৎসাপদ্ধতি অজানা। নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত অনেক রোগই চিকিৎসার আওতার বাইরে থেকে যাবে। ফলে আজ আমরা নতুন ধরনের বিপদের মুখোমুখি। বিশ্বায়নের জয়গান যারা গাইছেন একতরফা ভাবে, তাদের এদিকে নজর দেওয়া উচিত। সবদেশে বিশ্বায়নের সবচেয়ে বড় প্রবক্তা সে দেশের সরকার। তাই সব দেশের সরকারের অসুখের বিশ্বায়নের এই মারাত্মক সম্ভাবনার দিকে নজর দেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

তথ্যসূত্র : Park’s Textbook of Preventive and Social Medicine 23rd Edition.

৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস

কাজী আবদুল করিম

৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও এই দিবসটি বিশ্বজুড়ে গুরুত্বের সঙ্গে পালিত হচ্ছে। এবছর রাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্ত মতো নিমন্ত্রণকারী দেশ হিসাবে ভারত স্বীকৃত হয়েছে। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৮ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশমন্ত্রী ড. হর্ষবর্ধন এবং রাষ্ট্রসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল যৌথভাবে ঘোষণা করেন এবছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের হোস্ট দেশ হবে ভারতবর্ষ।

আমরা সকলেই জানি এই দিবসের মূল লক্ষ্য হল পৃথিবী ও প্রকৃতিকে রক্ষা করার জন্য বিশ্ব জুড়ে ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ। প্রতি বছর এই দিবসের জন্য একটি থিম ঘোষণা করা হয়। এবছরের থিম হল 'ঝেঁটিয়ে বিদায় কর প্লাস্টিক দূষণ'! (Beat Plastic Pollution) প্রতিবছর পৃথিবী জুড়ে

৫০০ বিলিয়ন প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহৃত হয়। প্রতিবছর ৪ মিলিয়ন টন প্লাস্টিক সমুদ্রে ফলা হয়। আমরা প্রতি মিনিটে ১ মিলিয়ন প্লাস্টিক বোতল কিনে থাকি। এইসব তৈরি হওয়া ব্যাগ, বোতলের মাত্র ১০ শতাংশ নষ্ট করতে পারি। বাকি ৯০ শতাংশ পরিবেশ দূষণ করে। যেকোনো সমুদ্র সৈকতে গেলেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে সমুদ্রতীর সহ জলে হাজার লক্ষ প্লাস্টিক দ্রব্য ভেসে বেড়াচ্ছে। ফলে দূষিত হচ্ছে সমুদ্র। ভারতের মুম্বাই শহরের সমুদ্রসৈকতগুলি দূষণমুক্ত করার জন্য দুহাজার স্বেচ্ছাসেবক সমুদ্র উপকূল থেকে প্লাস্টিকমুক্ত করার কাজে নেমে পড়েছে। তারা ইতিমধ্যেই ৫.৩ মিলিয়ন কিলোগ্রাম প্লাস্টিক মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

প্রখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। তিনি বলেছিলেন, "যেভাবে মানুষের দ্বারা উষ্ণায়ণ বাড়ছে তাতে পৃথিবীর আয়ু আর মাত্র ১০০ বছর।" ১৯৬০-এর দশকে প্রখ্যাত লেখক, বিজ্ঞানী রাচেল কারসন তাঁর বিখ্যাত 'সাইলেন্ট স্প্রিং' গ্রন্থে লিখেছিলেন--- প্রাকৃতিক দূষণের জন্য বহু প্রাণী ও পক্ষী অসময়েই আমাদের পরিবেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, সচেতনভাবে পরিবেশ রক্ষা করতে হবে। ১৯৬৯ সালের ২২ এপ্রিল ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলে তেল তোলার প্ল্যাটফর্মে দুর্ঘটনার পর সমুদ্রে বিপুল পরিমাণে তেল ছড়িয়ে পড়ে। ফলে প্রচুর সামুদ্রিক জীবের মৃত্যু ঘটে। এই নিয়ে আমেরিকা তথা বিশ্বজুড়ে নানা প্রতিক্রিয়া হয়। ১৯৭২ সালের ৫ জুন থেকে ১৪ জুন রাষ্ট্রসংঘের উদ্যোগে প্রথম বিশ্ব মানবিক পরিবেশ নিয়ে মহাসম্মেলন সুইডেনের স্টকহোমে অনুষ্ঠিত হয়। সেই সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় ৫ জুন তারিখটি বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসাবে পালন করা হবে। এই সম্মেলনে ১১৪টি দেশের প্রতিনিধিরা ১০ দিন ধরে আলোচনা করে পৃথিবীর ইকো সিস্টেম রক্ষার জন্য ১৫০টি অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করেন এবং ২০টি নীতি নির্দেশ গ্রহণ করেন।

১৯৮২ সালে দ্বিতীয় সম্মেলন হয় নাইরোবিতে। ১৯৯২ সালের ৩ জুন থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত তৃতীয় বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলন রিও শহরে অনুষ্ঠিত হয়। এই রিও সম্মেলনে প্রধান ছটি বিষয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল। যেমন (১) গ্রিন হাউস গ্যাস (২) অরণ্য (৩) জনসংখ্যা (৪) প্রযুক্তির হস্তান্তর (৫) বিশ্ব পরিবেশগত সুযোগ সুবিধার জন্য অর্থ এবং (৬) পরিবেশের অধোগতি। ১৯৯৭ সালের ২-১২ ডিসেম্বর জাপানের কিয়োটো শহরে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিশ্বকে দূষণমুক্ত করা এবং প্রত্যেকটি মানুষের জন্য নিরাপদ পানীয় জলের বিষয়ে সকল দেশকে ভাবতে বলা হয়েছিল। এই সম্মেলনে একটি খসড়া চুক্তিপত্র তৈরি করা হয়েছিল। এই চুক্তিপত্রকে রাষ্ট্রসংঘের 'ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ'-এর আওতায় আন্তর্জাতিক পরিবেশ চুক্তিকে 'কিয়োটো প্রটোকল' নামে অভিহিত করা হয়। এই চুক্তির উদ্দেশ্য হলো বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউস গ্যাসের পরিমাণ এমন জায়গায় রাখা যাতে পৃথিবীর আবহাওয়া ব্যবস্থায় মানুষের দ্বারা বিপজ্জনক পরিবর্তন রোধ করা সম্ভব হয়। আবহাওয়ায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, কার্বন মনোগ্রাইড, সালফার হেক্সাফ্লোরাইড, হাইড্রোফ্লুরো কার্বন, পারফ্লুরো কার্বন, ক্লোরিন জাতীয় গ্যাস কমানোর জন্য এই 'কিয়েটো প্রটোকল' একটি স্বীকৃত আইনি প্রতিশ্রুতি।

বিজ্ঞানীরা বলছেন এই তাপমাত্রা বৃদ্ধি ১.৫—২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রাখতে হবে। অন্যথায় এই গ্রহে প্রাণীর বেঁচে থাকা কঠিন।

এই চুক্তির ৫৫ শতাংশ সমর্থন পেতে ১৯৯৮ সালের ১৬ মার্চ থেকে কিয়োটো প্রটোকলের জন্য স্বাক্ষর শুরু হয়, সময় নেয় ২০০৪ সালের ১৮ নভেম্বর। এদিন স্বাক্ষর করে রাশিয়া। ২০০৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে কিয়োটো প্রটোকল শুরু হয়। ২০০৫ সালের ৩০ নভেম্বর থেকে ১২ ডিসেম্বর প্যারিসে শুরু হয় পরিবেশ সম্মেলন, গত ২১টি সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ নিয়ে সমালোচনা-আত্মসমালোচনায় অংশ নেয় বিশ্বের ১৯৬টি দেশের প্রতিনিধিরা। বহু তর্ক-বিতর্ক হয়। রাষ্ট্র-প্রধানরা পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তন ঠেকাতে ঐক্যবদ্ধভাবে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ঠিক হয় ২০১৬ সালের ২২ এপ্রিল নিউইয়র্কে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ২০১৬ সালের ২২-২৩ এপ্রিল আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৫টি দেশ চূড়ান্ত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর দেয়। পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্তিপত্র থেকে স্বাক্ষর প্রত্যাহার করে নেয়। এই নিয়ে বিশ্বের দেশগুলি তীব্র প্রতিবাদ জানায়।

পৃথিবীর পরিবেশে কার্বন-ডাই-অক্সাইড, মিথেন এবং নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাসের মতো গ্রিন হাউস গ্যাসের মাত্রা যত বাড়বে ততই পৃথিবী উষ্ণতর হবে। একদিকে যেমন মানবসভ্যতা উন্নয়নের জন্য শক্তির চাহিদা প্রয়োজন, অন্যদিকে উষ্ণায়ণের ফলে পৃথিবীর আয়ু কমবে! তাপমাত্রা মাত্র ২ ডিগ্রি বাড়লেই টুভালু, গ্রেনাডা, মালদ্বীপের মতো দ্বীপদেশগুলি সমুদ্রের তলায় চলে যাবে। তলিয়ে যাবে আমাদের সুন্দরবন সহ বিভিন্ন শহর। পরিত্রাণ একটাই, গ্রিনহাউস গ্যাস যাতে না বাড়ে তার জন্য বিশ্বব্যাপী পরিকল্পনা গ্রহণ। যদি ২০৩০ সাল নাগাদ ৪২ ভাগ কার্বন উদ্‌গীরণের মাত্রা কমানো যায় এবং ২০৫০ সাল নাগাদ ৮৩ ভাগ কমানো যায় তাহলেই সমস্যা কিছুটা কমানো যাবে।

১৯৭৩ সাল থেকে প্রতিবছর এই দিবসের 'থিম' তৈরি করা হয়, প্রথম থিম বা শ্লোগান ছিল 'পরিবেশ সচেতনতা তৈরি করতে হবে'। ২০১৫ সালে বলা হয়েছিল 'সাতশো কোটি স্বপ্ন, একটি মাত্র গ্রহ, সাবধানে সুখ ভোগ কর'। ২০১৬ সালে বলা হয়েছিল 'গাছ লাগাও, প্রাণভরে বেঁচে থাকো'। ২০১৭ সালে বলা হয় 'মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত করো'। আর এ বছরের থিম বা শ্লোগান হলো 'ঝেঁটিয়ে বিদায় কর প্লাস্টিক দূষণ'।

আসুন আমাদের সাধ্যমতো প্লাস্টিক ব্যবহার থেকে নিরস্ত হই এবং আমাদের প্রিয় গ্রহকে দূষণমুক্ত করতে সাহায্য করি।

বৃহত্তর আন্দোলনের পথে ইস্পাত শ্রমিকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : রাষ্ট্রায়ত্ত ইস্পাত উৎপাদক সংস্থা সেইল-এর অন্তর্গত অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট বিক্রির চেষ্টা রুখতে অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট ও দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার শ্রমিক ও তাদের পরিবারবর্গ যৌথভাবে বিগত প্রায় ৩০ মাস ধরে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার লড়াই চালাচ্ছেন। তাদের লড়াই এর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন দুর্গাপুরের সর্বস্তরের মানুষ। গড়ে উঠেছে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির (সি.আই.টি.টি.ইউ, আই.এন.টি.ইউ.সি, এ.আই.টিইউ.সি, এ.আই.ইউ.টি.ইউ.সি, টি.ইউ.সি.সি) যৌথ মঞ্চ 'অ্যালয় স্টিল প্যান্ট বাঁচাও, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা বাঁচাও, দুর্গাপুর বাঁচাও' কমিটি। অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের স্ট্র্যাটেজিক ডিসইনভেস্টমেন্ট বাতিল, অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট ও দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ—এই তিন দফা দাবিতে প্রায় ২০০টি ছোট-বড় কর্মসূচি নিয়েছে যৌথ মঞ্চ। হাজার হাজার ইস্পাত শ্রমিক (স্থায়ী ও ঠিকা উভয়ে), অবসরপ্রাপ্ত ইস্পাত শ্রমিক সহ দুর্গাপুরের সর্বস্তরের মানুষ এই সংগ্রামে সামিল হয়েছেন। এই দাবিতে যৌথ মঞ্চের ডাকে অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টে একদিনের ধর্মঘটে প্রায় ৯২ শতাংশ শ্রমিক অংশ নেন। অন্যদিকে যৌথ মঞ্চের প্রতিনিধিদল কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রীর সাথে দেখা করে দাবিসমূহের যৌক্তিকতা বুঝিয়ে বলেন। সাথে ছিলেন রাজ্য থেকে নির্বাচিত বাম ও কংগ্রেস সাংসদরা। দুর্গাপুর ছাড়িয়ে কলকাতা ও দিল্লির বুকে জমায়েত হয়েছে। লড়াই-এর পাশে প্রত্যক্ষভাবে দাঁড়িয়েছে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সিআইটিইউ। সংসদে তপন সেন সহ অন্যান্য বিভিন্ন দলের সাংসদরা অ্যালয় স্টিলের বিক্রি বন্ধের বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে রাজ্য সরকার নীরবতা পালন করে। মোদি সরকারের প্রস্তাবিত স্ট্র্যাটেজিক ডিসইনভেস্টমেন্টের তালিকায় সেইলের বিশেষ ইস্পাত উৎপাদক সংস্থা সালেম ও ভদ্রাবতী থাকলেও যথাক্রমে তামিলনাড়ু ও কর্নাটক সরকারের প্রকাশ্যে তীব্র আপত্তি থাকায় কোনো সংস্থা এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট দেখানোর সাহস পায়নি। কেন একই অবস্থান গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট বাঁচানোর জন্য এগিয়ে আসেনি? এই প্রশ্ন এখন

—এরপর ছয়ের পাতায়

পড়ুন পড়ান গ্রাহক হোন

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রকাশিত হয় প্রতি সোমবার

পত্রিকায় মাসের প্রথম সংখ্যা : বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক।
দ্বিতীয় সংখ্যা : শিক্ষা-পরীক্ষা বিষয়ক।
তৃতীয় সংখ্যা : অর্থনীতি-সমাজনীতি-রাজনীতি, কৃষি ও শিল্প বিষয়ক।
চতুর্থ সংখ্যা : সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক—অন্য সংস্কৃতি।
পঞ্চম সংখ্যা : বিবিধ বিষয়ক।

আপনি আমাদের পাঠাতে পারেন

- আপনার মূল্যবান মতামত
- সমসাময়িক ঘটনাবলীর ওপর আপনার প্রতিক্রিয়া
- বিজ্ঞান-জনস্বাস্থ্য বিষয়ক জনপ্রিয় প্রবন্ধ
- অর্থনীতি-রাজনীতি-সমাজনীতি নিয়ে প্রবন্ধ
- শিক্ষা ও শিক্ষার সমস্যা নিয়ে লেখা
- ইতিহাস চর্চা, জাতীয়-আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী, কৃষি-শিল্প সমস্যা চাষাবাদ প্রভৃতি যে কোনো বিষয়ে মৌলিক রচনা
- গল্প-কবিতা-ছড়া, রম্যরচনা ও রেখাচিত্র

সব ধরনের লেখার জন্যই আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

- লেখা যেন ৭০০ শব্দের মধ্যে হয়।
- কাগজের উপর ও পাশে যেন মার্জিন থাকে।
- জেরক্স বা কার্বন কপি গ্রহণীয় নয়।
- কপি রেখে লেখা পাঠান। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়।
- যে কোনও লেখা প্রকাশ সম্পর্কে সম্পাদকীয় সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

☐ আমাদের পত্রিকার বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ১০০ টাকা
☐ বছরের যে-কোন সময়েই গ্রাহক হওয়া যায়।

নতুন চিঠি

৬২ বি. সি. রোড, বর্ধমান-১
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২) ২৬৬৫০৮৩
Visit our website : **www.natunchithi.co.in**
email : weeklynatunchithi@gmail.com

আমরা খবর বানাই না, জনমত গড়ি

বিশিষ্ট সমবায়ী সনৎ ব্যানার্জীকে স্মরণ করলেন এলাকাবাসীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ৩ জুন : বিশিষ্ট সমবায়ী ও আজীবন বামপন্থী সনৎকুমার ব্যানার্জীর স্মরণসভা ৩ জুন শ্রীধরপুর বারোয়ারিতলায় অনুষ্ঠিত হয়। স্মরণসভার আয়োজন করেছিলেন শ্রীধরপুর, সড়লা, বাত্সা গ্রামের মানুষ। সভায় সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক ড চন্দ্রশেখর মুখার্জী, শ্রীধরপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রমুখ। পরিবারের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন অগ্রজ অশোক বন্দ্যোপাধায় ও প্রয়াত সনৎ ব্যানার্জীর কন্যা সংঘমিত্রা মুখার্জী।

বিশিষ্ট সমবায়ী ও সিপিআই(এম) কর্মী সনৎ কুমার ব্যানার্জী (৭৯) গত ২৩ মে শ্রীধরপুরে নিজ বাসভবনে প্রয়াত হন। শ্রীধরপুর সমবায় ব্যাঙ্কের গৌরবোজ্জ্বল বিকাশে অগ্রজ বিশিষ্ট সমবায়ী অশোক ব্যানার্জীর সঙ্গে তাঁরও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ১৯৭৬ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত তিনি টানা ব্যাঙ্ক সম্পাদক বা সভাপতির দায়িত্ব পালন করে গেছেন। সমবায়ের নিজস্ব কোল্ডস্টোর ও ব্যাঙ্কের শাখা বিস্তার ঘটানোয় তিনি অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন। যুক্ত থেকেছেন নানা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে। সাংস্কৃতিক 'কৃষি-চক্র', শ্রীধরপুর স্পোর্টিং ক্লাব ও বিবেকানন্দ পাঠাগারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন দীর্ঘদিন। মেমারি থানা মার্কেটিং সমবায় সমিতি, বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় প্রোডাকশন ও মার্কেটিং সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। শ্রীধরপুর হাইস্কুল ও সাতগেছিয়া অবিনাশ ইন্সটিটিউশনের পরিচালন সমিতিতে দীর্ঘদিন যোগ্যতার সঙ্গে তাঁর ভূমিকা পালন করেছেন। রাধাকান্তপুরে একটি শিশুদের বিদ্যালয়ের পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

প্রয়াত সনৎ ব্যানার্জী সিপিআই(এম)-এর সদস্যপদ লাভ করেন ১৯৭৮ সালে। বছর তিনেক আগে ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার পর দলের সদস্যপদ আর রাখতে পারেননি। বছরখানেক আগে তাঁর একমাত্র পুত্র একটি দুর্ঘটনায় প্রয়াত হন। তিনি বিজ্ঞানমনস্কতার পরিচয় দিয়ে গেছেন দেহ দান করে। ২৪ মে পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁর মরদেহ বর্ধমান মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

অটো দুর্ঘটনা, এবার আহত ৮ শিক্ষিকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১ জুন : কালনায় আবার অটো দুর্ঘটনা, এবার আহত হলেন আটজন শিক্ষিকা। দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদের হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। চিকিৎসারত অবস্থায় সেখানেই তাদের পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। অটো দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কালনা-বর্ধমান সড়কে কেষ্টপুর নবনির্মিত মদ কারখানার কাছে। কালনা হাসপাতালে চিকিৎসারত দুই আহত শিক্ষিকা মিতা মজুমদার (মুখার্জী) এবং শোভা দাস জানান, আমরা সারগরিয়া টিচার ট্রেনিং সেন্টারে পেশাগত পরীক্ষা দিয়ে অটো ধরে ধাত্রীগ্রাম ফিরছিলাম। সেখান থেকে বাস ধরে কালনা শহরে ফিরবো বলে। ওই অটোয় আমরা আট জন শিক্ষিকা ছিলাম। কিন্তু কিছুদূর আসার পর সামনে একটি বাইক এসে যাওয়ায় অটোটি উল্টে যায়। তার পরে আর আমাদের জ্ঞান ছিল না। জ্ঞান ফিরলে দেখি কালনা হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছি। শুক্রবারের পরীক্ষাটি এই বেডে বসেই দিতে হবে। পরপর একটার পর একটা অটো দুর্ঘটনায় কালনা শহরে যেভাবে মানুষ আহত হচ্ছেন বা মরছেন, তাতে মানুষ ইতিমধ্যেই বলতে শুরু করেছেন—বেঘোরে প্রাণ দিতে চাও, অন্য যান ছেড়ে অটো ধরে না। এদিন অপর একটি দুর্ঘটনায় অটোর ছোট ভাই টোটো উল্টেও এক গৃহবধূ গুরুতর আহত হয়ে কালনা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁরও অবস্থা আশঙ্কাজনক। আহত বধূর নাম রাধা হাঁড়ি, বাড়ি কালনা শহরে। অন্য আর একটি বাইক দুর্ঘটনায় পা ভেঙেছেন নাদনঘাট থানার রাজীবপুরের সালাম সেখ। প্রথমে তাঁকে কালনা মহকুমা হাসপাতাল পরে বর্ধমান রেফার করা হয়। তিনি বাইকে নিজের স্ত্রী ও শিশুপুত্রকে পিছনে বসিয়ে বাড়ি থেকে নপাড়া মোড়ে যাচ্ছিলেন। জাগর গ্রামের কাছে একটি বাঁশের ট্রলির সাথে ধাক্কা লেগে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। তাঁর স্ত্রীর কোলে শিশুপুত্র থাকলেও তাদের এমন কিছু হয়নি।

—প্রথম পাতার পর

পরিবার থেকে অর্থদান

শুনে রাখো অমি বেঁচে থাকি আর না থাকি আমার দল কিন্তু ক্ষমতায় আসবে। ১৯৭৭ সালে সেই দল কিন্তু ক্ষমতায় এসেছিল। ২০১১ সালে পরিবর্তনের সরকার ক্ষমতায় আসার পরও তিনি বাম কর্মীদের বলতেন, তোমরা হতাশ হয়ো না। দল আবার ক্ষমতায় আসবে। আমি তখন হয়তো আর থাকবো না। বক্তারা সেই কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, দলের এই দুঃসময়ে প্রয়াত নেতার দৃঢ়তা থেকে শিক্ষা নিয়ে দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়াই চালিয়ে সেই সুদিন আবার ফিরিয়ে আনতে হবে। তবেই প্রয়াত শিক্ষক নেতাকে স্মরণ করা সার্থক হবে।

আন্দোলনের পথে ইস্পাত শ্রমিকরা

—পাঁচের পাতার পর

দুর্গাপুরের বাসিন্দাদের মুখে মুখে ঘুরছে। বিধায়ক সন্তোষ দেবরায় ও রাজ্যের বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়ে হস্তক্ষেপের দাবি জানালেও কোনো ফল হয়নি। কিন্তু লড়াই এখানেই শেষ হয়নি। যতক্ষণ না পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট ও দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ-এর দাবি মেনে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত বেসরকারিকরণ অথবা বন্ধ হয়ে যাওয়ার খাঁড়া ঝুলবে। ২৩ মে বিকালে, যৌথ মঞ্চের পক্ষে আয়োজিত অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের মেন গেটে ইস্পাত শ্রমিকদের বিক্ষোভ সমাবেশে নেতৃবৃন্দ এই বিষয়ে সতর্ক করে দাবি আদায়ের জন্য আরও বৃহত্তর, প্রসারিত আন্দোলনের আহ্বান জানান। তাঁরা জানিয়েছেন যে আগামী ৬ জুন কেন্দ্রীয় ইস্পাত মন্ত্রীর সাথে নির্ধারিত সভায় এ বিষয়ে সবিস্তারে জানিয়ে যৌথ মঞ্চের পক্ষে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় বিনিয়োগ-এর দাবি পুনরায় করা হবে। অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্টের শ্রমিকরা একটি বিশাল মিছিল করে কারখানা থেকে সমাবেশে এসে যোগ দেন। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার শ্রমিকরাও সমাবেশে যোগ দেন। সমাবেশের শুরুতে পুলিশের গুলিতে নিহত তুতিকোরিনের শহিদদের স্মরণে নীরবতা পালন করা হয়। বক্তব্য রেখেছেন যৌথ মঞ্চের যুগ্ম আহ্বায়ক বিনয়েন্দ্র কিশোর চক্রবর্তী ও বিকাশ ঘটক, বিধায়ক সন্তোষ দেবরায়, বিশ্বরূপ ব্যানার্জী, অনিত মল্লিক, বিজয় সাহা, রানা সরকার, শত্রুঘ্ন দেওঘরিয়া ও চন্দন ঘোষ।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৫৪৫ সালের ২২ মে, বোমা বিস্ফোরণে, সাসারামে, ২। ১৭৭২ সালের ২২ মে, হুগলি জেলার খানাকুলের রাধানগর গ্রামে, মৃত্যু ব্রিস্টল শহরে ১৮৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর, ৩। ২৩ মে, ৪। ১৮১৮ সালের ২৩ মে, শ্রীরামপুর থেকে বর্ধমান জেলার সন্তান গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য, সম্পাদক জেমস ক্লার্ক মার্সম্যান। ৫। বিজ্ঞানী জন বার্ডিন, ১৯০৮ সালের ২৩ মে, ১৯৫৬ সাল এবং ১৯৭২ সালে। ৬। মহামেডান অ্যাঙ্গালো ওরিয়েন্টাল স্কুল, ১৮৭৫ সালের ২৪ মে, সৈয়দ আমেদ খান, ৭। বাংলাদেশের ঢাকায় ১৯২০ সালের ২৪ মে, ছুরিকাঘাতে ১৯৪২ সালের ৮ মার্চ, ৮। ১৮৮৫ সালের ২৫ মে, বর্ধমান জেলার সুবলদহ গ্রামে, ৯। পর্বতারোহী জর্জ ব্যান্ড, ১৯৫৫ সালের ২৫ মে, ১০। ১৭৩৯ সালের ২৬ মে, ১১। ১৯৩৩ সালের ২৬ মে, ১২। বর্ধমান জেলার কাইতিতে ১৮৬৭ সালের ২৭ মে।

পঞ্চায়েত ঘেরাও

—প্রথম পাতার পর

সুপারিশ করি। আমাদের চিহ্নিত করা ক্ষেত্রগুলোতে ১০০ দিনের কাজ করার অনুমোদন পেয়ে গেলে, তখন পঞ্চায়েত মত পাল্টে ফেলে। বলে নতুন কোনো সুপারভাইজার নিয়োগ করা যাবে না। যারা সুপারভাইজার ছিল, তাদের অধীনেই কাজ করতে হবে। আমরা এই সিদ্ধান্ত মানতে পারিনি। তাই পঞ্চায়েত দপ্তর ঘেরাও করা হয়। প্রথমে আমাদের ম্যাসলমান দিয়ে পঞ্চায়েত থেকে তাড়ানোর চেষ্টা হয়েছিল। তাতে সুবিধা না হওয়ায় মেমারি থানার পুলিশকে ডাকা হয়। কিন্তু গরিব মানুষের প্রতিবাদের উত্তাপ দেখে মেমারি থানার পুলিশও ফিরে যায় বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। শেষে তিন ঘন্টা পর অবরোধ মুক্ত হয় বোহার-২ গ্রাম পঞ্চায়েত। জবকার্ড হোল্ডারদের পক্ষ থেকে জানানো হয় দাবি না মেটা পর্যন্ত উল্লেখিত বুথগুলিতে কোনো কাজ হবে না। গায়ের জোরে কাজ করতে গেলে চরম প্রতিরোধের জন্য যেন পঞ্চায়েত তৈরি থাকে।

পুলিশি নির্যাতনের নিন্দা

—প্রথম পাতার পর

উপর? পুলিশের এ কি রকম বিচার? হরিজন পল্লীর উপর এই পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে। সিপিআই(এম)-এর কালনা শহর এরিয়া কমিটির অন্যতম সদস্য অরুণাভ চক্রবর্তী বলেন, যদি কেউ অন্যায় করে থাকে তার শাস্তি হোক। কিন্তু গোটা হরিজনপল্লির উপর নির্যাতন নামিয়ে আনা অন্যায়। এর তীব্র নিন্দা করছি। কালনা থানার এক পুলিশ অফিসার জানান, গণ্ডগোল থামানোর জন্য যতটুকু পুলিশ পদক্ষেপ দরকার, ততটুকুই করা হয়েছে। এই ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলেও তিনি জানান।

জলে ডুবে কলেজ ছাত্রের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা ৩০ মে : বন্ধুদের সাথে ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত্যু হয় এক কলেজ ছাত্রের। মৃত অরিন্দম সাহা (১৯)-র বাড়ি পূর্বস্থলী থানার পূর্বস্থলীর পাড়ুই পাড়ায়। সে পূর্বস্থলী কলেজের বি.এ প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিল। পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, অরিন্দম চার বন্ধুকে নিয়ে ভাগীরথী নদীর কাষ্ঠশালী ঘাটে স্নান করতে যায়। কুমির ডুব খেলতে গিয়ে অরিন্দম জলে তলিয়ে যায়। ঘন্টা তিনেক অনুসন্ধান চালিয়ে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। কালনা মহকুমা হাসপাতালে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়।

—প্রথম পাতার পর

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে অবরোধ

অবরুদ্ধ হয় প্রতিবাদী মানুষের ভিড়ে। সিআইটিইউ, এআইটিইউসি, বিএসএনএল এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন সহ বিভিন্ন গণসংগঠন ও সর্বস্তরের মানুষ প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন।

রানিগঞ্জে এন এস বি রোড পুরাতন বাসস্ট্যান্ডে পথ অবরোধে বহু মানুষ শামিল হন। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রুনু দত্ত, আজাদীপ্রসাদ, উমাপদ গোপ, সুপ্রিয় রায়, দেবীদাস ব্যানার্জী, কিশোর ঘটক প্রমুখ।

এছাড়াও মানুষ পথ অবরোধ করেন কুলটির নিয়ামতপুর, সালানপুর, জেমারিতে। পাণ্ডবেশ্বরের হরিপুরে ৬০ নং জাতীয় সড়কেও পথ অবরোধ হয়। বহুলা রোড কাজোড়া স্কুল মোড় সহ জামুড়িয়ার তিন জায়গায় পথ অবরোধ হয়। ৬০ নং জাতীয় সড়কে বাহাদুরপুর মোড়, জামুড়িয়া সিনেমা মোড় ও ২নং জাতীয় সড়কে নিংঘাতে পথ অবরোধ হয়। শ্রমিক নেতা সুকুমার সাঙ্গুই, তাপস কবি প্রমুখ জমায়েতে বক্তব্য রাখেন।

পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে কালনা শহরে মিছিল ও পথসভা হয়। সিপিআই(এম)-এর কালনা এরিয়া কমিটির উদ্যোগে মধুবন পার্টি অফিসের সামনে জমায়েতের পর মিছিল শুরু হয়। শহর পরিক্রমার পর সিদ্ধেশ্বরী মোড়ে এসে পথসভা শুরু হয়। মিছিলে পা মেলান সিপিআই(এম) নেতা ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী, স্বপন ব্যানার্জী প্রমুখ। পথসভায় বক্তব্য রাখেন অরুণাভ চক্রবর্তী, তাপস দাস প্রমুখ।

(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -9149831839, email : aqsaarts7736@gmail.com

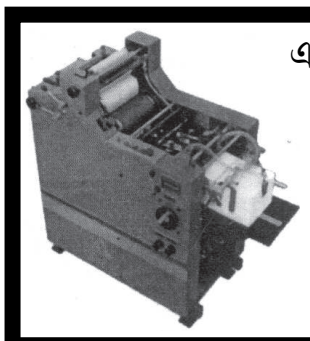
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
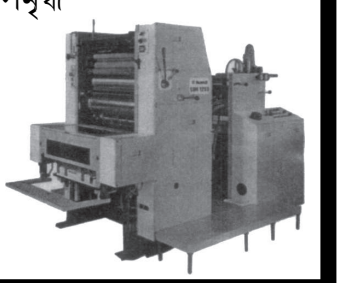
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা